

# আনামগি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫৯তম সংখ্যা, মে-জুন ২০২৩

[protiva.ahlehadeethbd.org](http://protiva.ahlehadeethbd.org)



**‘সোনামণি’ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ‘সোনামণি প্রতিভা’ ও প্রতিযোগিতা ‘২৩-এর সিলেবাস প্রাঙ্কিছান সমূহ**

<b>কুমিল্লা</b>	: মাওলানা আতীকুর রহমান, আল-হেরা মডেল মাদ্রাসা, শিয়াইকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবিদ্বার, ০১৭৪৯-৬৪৬৫১৭; রুহুল আমীন, ফুলতলী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা : ০১৬৩৫-২০৮৯১৮; আব্দুল হান্নান, তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী, নবীপুর স্টেশন, মুরাদ নগর, কুমিল্লা : ০১৭২৭-৩৭৫৭২৪; হাবীবুর রহমান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৭৮৩-৬৯৯০৪৭; ক্বারী আব্দুল আলীম, জগতপুর মাদ্রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৫৭১-২৩৭১৯১
<b>খুলনা</b>	: রবীউল ইসলাম, দৌলতপুর : ০১৭১৯-৮৫০৮৫৪; মাওলানা নাজমুল হুদা, চাঁদপুর, শিয়ালী বাজার, রূপসা : ০১৭৫৮-১০৯৭৮৮
<b>গাইবান্ধা</b>	: মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭৪২-১০৬০৭১; হাফেয ওবায়দুল্লাহ, দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া দারুল হুদা সালফিইয়াহ মাদ্রাসা, রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭২২-৯১৬০৪৪
<b>গাথীপুর</b>	: হাফেয আব্দুল কাহহার, গাছবাড়ী উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর, গাথীপুর : ০১৭৪০-৯৯৯৩২৮; শরীফুল ইসলাম, পিঞ্জরগাঙ্গী আলিমপাড়া, গাথীপুর : ০১৭২১-৯৭৭৭৮৫।
<b>চাঁপাইনবাবগঞ্জ</b>	: মুনীরুল ইসলাম, আলো কম্পিউটার সেন্টার, কলেজ মোড়, রেল ব্রীজ, রহনপুর, গোমস্তাপুর, : ০১৭১৩-৭৪৬১০৬
<b>চুয়াডাঙ্গা</b>	: সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা : ০১৯১৮-২১৬৫৮৫
<b>জয়পুরহাট</b>	: শামীম আহমাদ, জীবনপুর, সোনাপুর, পাঁচবিবি : ০১৭৫০-৮৬৮৪২৫
<b>জামালপুর</b>	: ইউসুফ আলী, শরীফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শরীফপুর : ০১৬১৩-০২৬৩৬২; হাফেয জুবায়েরুর রহমান, ঢেংগারগড়, ইসলামপুর : ০১৯২৪-৩২১৮৫৯
<b>বিনাইদহ</b>	: নয়রুল ইসলাম, বেড়াশনা, চণ্ডিপুর : ০১৯৫৯-৯৪৫৬৫৮
<b>টাঙ্গাইল</b>	: শিয়াউর রহমান, কাগমারী, ভবানীপুর পাড়ুলিপাড়া : ০১৭৫৪-০৩৭৬৫৭
<b>ঠাকুরগাঁও</b>	: মুহাম্মাদ শিয়াউর রহমান, পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর : ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪; আরীফুল ইসলাম, কোঠাপাড়া, গেথনবাড়ী, পীরগঞ্জ : ০১৭৬৭-০৫৩৩৩৩; আযীযুর রহমান, হাটপাড়া, করনাই, পীরগঞ্জ : ০১৭২৩-২২৫৯০৩
<b>দিনাজপুর</b>	: ফারাজুল ইসলাম, রাণীপুর, বোর্ডেরহাট, বিরল : ০১৭৫৭-৮৮৫৩১২; ছাদিকুল ইসলাম, মাদানী লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর : ০১৭২৩-৮৯০৯১২; আলমগীর হোসাইন, নরোত্তমপুর, বিরল : ০১৭৪১-৪৩০৮২৯; রায়হানুল ইসলাম, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ : ০১৭২২-৮২৮১৫৭; সাইফুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ : ০১৭২০-৯৯২১৫৪
<b>নওগাঁ</b>	: জাহাঙ্গীর আলম, সোনাপুর, বলিহার, মহাদেবপুর, নওগাঁ : ০১৮৮৮-৫৬০০২৪; আব্দুর রহমান, ধাউড়িয়া, বালাতৈড়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ : ০১৭৪৬-১৫৯৯৬১
<b>নরসিংদী</b>	: আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নিউ ইন্টারন্যাশনাল, রাইন ওকে মার্কেট, দোকান নং ৩০০, ৩য় তলা, মাধবদী : ০১৯৩২-০৭২৪৯২
<b>নাটোর</b>	: মুহাম্মাদ রাসেল, জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া : ০১৭৪৬-১১৫৮৮৯
<b>নারায়ণগঞ্জ</b>	: মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, কালনী, গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ : ০১৭৪১-৬৬৮২৭০
<b>নীলফামারী</b>	: মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কৈমারী বাজার, জলচাকা : ০১৭০৪-৩৬৯৬৬০; রাশেদুল ইসলাম, মা গার্মেন্টস, রামগঞ্জহাট : ০১৭৪৬-২৪২০৭০
<b>পঞ্চগড়</b>	: মাহফাজুল ইসলাম প্রধান, বিসমিল্লাহ হোটেল, জেলা মটর মালিক অফিস সংলগ্ন : ০১৭৩৮-৪৬৫৭৪৪; আমীনুর রহমান, আল-হেরা লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ফুলতলার হাট : ০১৭৪০-৮৩৯৫২২
<b>পাবনা</b>	: রফীকুল ইসলাম, চকপেলানপুর : ০১৭৪১-৩৬৯০৪৭
<b>বগুড়া</b>	: হাফেয আবু তালহা, সোনাতলা : ০১৭২৫-৯৩০৩৯২
<b>মেহেরপুর</b>	: রবীউল ইসলাম, কাথুলি, বড় বাজার : ০১৭৫৬-৬২৭০৩১; মাহফুযুর রহমান, তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, গাথী : ০১৭৭৬-১৬৩০৭৫
<b>যশোর</b>	: খলীলুর রহমান, হরিদ্রাপোতা হাইস্কুল, ঝিকরগাছা : ০১৭৬৩-৯৮৫০৭৪; আনোয়ারুল ইসলাম, নতুন মূল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেশবপুর : ০১৭২৩-২৪৫৪৪৫
<b>রংপুর</b>	: আব্দুল নূর সরকার, শেখ জামাল উদ্দীন জামে মসজিদ, মুসলিম পাড়া, আলমনগর : ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২; মোকছেদুর রহমান, ইবতেদায়ী প্রধান, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান দাখিল মাদ্রাসা, সারাই কাথীপাড়া, হারাগাছ : ০১৭৩১-৪৪৮৯৪৬; হাবীবুর রহমান, আফতাবাবাদ, বদরগঞ্জ : ০১৭৪০-৫৪৬৮৫৪; মুহাম্মাদ লাল মিয়া, হরি নারায়ণপুর, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর : ০১৭৩৬-৮১৫৯১৬
<b>রাজবাড়ী</b>	: আব্দুল্লাহ হুহা, পাংশা ড্রাগ সার্জিক্যাল, মৈশালা বাসস্ট্যান্ড, পাংশা : ০১৭৯৩-২০২০৮৬
<b>লালমনিরহাট</b>	: মাহফুযুল হক, খোদাবাগ, সেলিম নগর : ০১৭৩১-২৫৭৫১২
<b>সাতক্ষীরা</b>	: আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ভবানীপুর, কুশখালী : ০১৭৭১-৫০০৭৪৮
<b>সিরাজগঞ্জ</b>	: আবু রায়হান, শিমুল দাইড়, কাথীপুর : ০১৭৩৮-৯২৩১৯৭; সৈদা আহমাদ, এনায়েতপুর : ০১৭৭০-৩৪১৭৫১

# সোনামণি প্রতিদ্বন্দ্বী

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫৯তম সংখ্যা

মে-জুন ২০২৩

## ◆ উপদেষ্টা সম্পাদক

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

## ◆ সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

## ◆ নির্বাহী সম্পাদক

রবীউল ইসলাম

## ◆ সহকারী সম্পাদক

নাজমুন নাঈম

## ◆ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

## ● সার্বিক যোগাযোগ /

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিদ্বন্দ্বী

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)

নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯

নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)

সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

Email : sonamoni23bd@gmail.com

Facebook page : sonamoni protiva

● মূল্য : // ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর

সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন

প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

## সূচিপত্র

○ সম্পাদকীয়	
◆ অকৃতজ্ঞতা	০২
○ কুরআনের আলো	০৪
○ হাদীছের আলো	০৫
○ প্রবন্ধ	
◆ সন্তান জন্ম পূর্ববর্তী করণীয়	০৬
◆ ইলম অর্জনে বিনয়	১১
○ হাদীছের গল্প	
◆ খেজুর গাছ	১৭
○ এসো দো'আ শিখি	১৮
○ গল্পে জাগে প্রতিভা	
◆ বজ্রপাত	১৯
○ কবিতাগুচ্ছ	২২
○ বহুমুখী জ্ঞানের আসর	২৩
○ শিক্ষাঙ্গন	
লেখাপড়ায় মনোযোগ বৃদ্ধির উপায়	২৪
○ সংগঠন পরিক্রমা	৩০
○ প্রাথমিক চিকিৎসা	৩২
○ ভাষা শিক্ষা	৩৫
○ নীতিমালা	৩৬
○ চুল-নখ সম্পর্কিত আদব	৩৯
○ কুইজ	৩৯
○ সোনামণির ১০টি গুণাবলী	৪০

## অকৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতার বিপরীত হল অকৃতজ্ঞতা। কারো উপকার বা নে'মতের যথাযথ মূল্যায়ন না করাই হল অকৃতজ্ঞতা। আবার উপকারের বিপরীতে ক্ষতি করাও অকৃতজ্ঞতা। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। তাই সে চাইলে কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ উভয়ই হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হোক অথবা অকৃতজ্ঞ হোক' (দাহর ৭৬/৩)।

প্রিয় সোনাংগি! একটু চিন্তা করেছ কি, তোমাকে এতো সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কে? তোমার দুর্বল দেহটা ধীরে ধীরে সুঠাম ও শক্তিশালী হচ্ছে তোমার অজান্তেই। যিনি অলক্ষ্যে থেকে তোমার খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছেন তিনি কে তুমি কি জান? তিনিই আল্লাহ তা'আলা। তাই তোমার উচিত সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং কোনভাবেই তাঁর অকৃতজ্ঞ বান্দা না হওয়া। তুমি কি পারবে আল্লাহর অকৃতজ্ঞা ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকতে? যদি পার তাহলে তুমিই হবে সফল বান্দা। মনে রাখবে, যদি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পার, তবে তিনি তোমাকে অফুরন্ত নে'মতের অধিকারী বানাবেন; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। ঐ যে শোন আল্লাহর বাণী 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশি বেশি দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' (ইব্রাহীম ১৪/৭)।

কিছ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা ছামূদ জাতির অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, 'অতঃপর ছামূদ সম্প্রদায়। তাদেরকে আমরা পথপ্রদর্শন করেছিলাম। কিছ তারা হেদায়াতের উপরে অন্ধত্বকে পসন্দ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য অপমানজনক শাস্তির নিনাদ তাদেরকে পাকড়াও করল' (হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৭)। দ্বিতীয়ত সোনাংগি অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবে তার পিতা-মাতার প্রতি। কোনভাবেই তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া যাবে না। কেননা পিতা-মাতা সন্তানের জন্য দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ নে'মত। তারা দিনের পর দিন বহু পরিশ্রমের মাধ্যমে তিলে তিলে সন্তানকে গড়ে তোলেন। তাদের পরিশ্রমের প্রতিদান দেওয়া সন্তানের পক্ষে অসম্ভব। তাই আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পরই

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকে স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সন্ত্ববহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ,) আমারই নিকটে প্রত্যাবর্তন' (লোকমান ৩১/১৪)।

মনে রাখতে হবে, সন্তানের উন্নতিতে পিতা-মাতা দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি খুশি হন এবং সন্তানের অকৃতজ্ঞতায় তারাই দুনিয়াতে সর্বাধিক দুঃখিত হন। পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলে তারাও সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করেন। এতে সন্তান দুনিয়াতে কল্যাণে থাকে ও পরকালে মুক্তির পাথেয় হাছিল করে ধন্য হয়। আর পিতা-মাতার অকৃতজ্ঞ হলে তারা ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিন ব্যক্তির দো'আ নিশ্চিতভাবে কবুল হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই (১) মাযলুমের দো'আ (২) মুসাফিরের দো'আ (৩) সন্তানের জন্য পিতার দো'আ' (তিরমিযী হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২২৫০)। তাই সন্তান যে কোন মূল্যে পিতা-মাতার অকৃতজ্ঞতা থেকে বিরত থাকবে।

তৃতীয়ত একজন সোনামণি অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হবে না তার শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি-যেখানে সে শিক্ষার হাতে খড়ি পেয়েছে। কেননা শিক্ষার আলোই তাকে অন্য সব মানুষ থেকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। চতুর্থত সে অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হবে না তার সংগঠন ও সংগঠনের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলের প্রতি। কেননা হক দ্বিনী সংগঠন এমন এক অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা তাকে সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। আর শিক্ষক ও হক সংগঠনের দায়িত্বশীল এমন ব্যক্তি যারা অপরের সন্তানের উন্নতিতে গর্ববোধ করেন এবং অন্যের নিকট তা প্রচার করে আনন্দিত হন। তাদের অকৃতজ্ঞ হলে প্রকারান্তরে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া বুঝাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না' (তিরমিযী হা/১৯৫৫)।

মনে রাখতে হবে পশুরও কৃতজ্ঞতা বোধ আছে। একটি পোষা কুকুর সারা রাত জেগে জেগে তার মনিবের বাড়ি পাহারা দেয়। সে কখনো মনিবের অকৃতজ্ঞ হয় না। অতএব হে সোনামণি! অকৃতজ্ঞতার মত জঘন্য আচরণ থেকে দূরে থাকবে। তবেই সম্মানিত মানুষ হতে পারবে। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

## আল্লাহভীতি

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম  
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনাগণি

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না’ (আলে ইমরান ২/১০২)।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ঈমানদারগণকে দু’টি নির্দেশ দিয়েছেন। ১. আল্লাহকে যথাযথ ভয় করা ও ২. মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ। কালেমা শাহাদত পাঠ করলেই একজন ব্যক্তি মুমিন হিসাবে গণ্য হয়। অতঃপর আল্লাহভীরুতা অর্জন করলে তিনি মুত্তাকী হতে পারেন। অতঃপর আল্লাহর বিধানসমূহ মেনে চললেই কেবল তিনি মুসলিম হতে পারেন।

তাক্বওয়া অর্থ আল্লাহভীতি। পরিভাষায় আল্লাহ তা‘আলার আদেশসমূহ পালন ও নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই হল তাক্বওয়া। একদা ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, তাক্বওয়া কী? উবাই (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি কখনো কাঁটায়ুক্ত পথে চলেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি প্রশ্ন করলেন, তখন (কাঁটায়ুক্ত রাস্তায় চলার সময়) আপনি কী করেন? ওমর (রাঃ) বললেন, আমি আমার পা গুটিয়ে নিই এবং পা ফেলার স্থানে ভালোভাবে লক্ষ্য করি। আমি এক পা সামনে দিই এবং অন্য পা পিছনে রাখি। এই ভয়ে যে, আমার শরীরে কাঁটা ফুটে যাবে। উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) বললেন, এটাই হল তাক্বওয়া (তাফসীর ইবনে কাছীর)। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার ভয়ে সকল হালাল-হারামের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকাই হল তাক্বওয়া।

আর আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের অর্থ হল সার্বিক জীবনে আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেওয়া এবং সবকিছু তাঁর জন্য সপে দেওয়া। আল্লাহ বলেন, ‘বল, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য’ (আন‘আম ৬/১৬২)।

হে সোনাগণি! আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার চেষ্টা কর। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

## আল্লাহ্‌ভীতি

জাহিদুল ইসলাম

সহ-পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী সদর

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى -

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) (বিদায় হজ্জের ভাষণে) বলেছেন, ‘হে লোক সকল! সাবধান, তোমাদের প্রতিপালক এক এবং তোমাদের পিতাও একজন (আদম)। অতএব আরবীয় ব্যক্তির উপর অনারবের এবং অনারবের উপর আরবীয় ব্যক্তির কোন মর্যাদা নেই। তেমনি কালোর উপর লাল বর্ণের লোকের এবং লালের উপর কালো বর্ণের লোকের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই কেবল তাক্বওয়া ব্যতীত’ (আহমাদ হা/২৩৪৮৯)।

উল্লিখিত হাদীছের বক্তব্য সুস্পষ্ট। সৃষ্টি ও বংশ পরিচয়ের দিক দিয়ে সকল মানুষ এক। আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, ‘হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারী থেকে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তোমাদের ভিতর-বাহির সবকিছু অবগত’ (হুজুরাত ৪৯/১৩)। তাক্বওয়াশীলরাই আল্লাহর নিকটে মর্যাদাবান। কেননা এর ভিত্তিতেই মানুষের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ পরিচালিত হয়।

অতএব গোত্র পরিচয় ও অহংকার বাদ দিয়ে তাক্বওয়াশীল হই এবং আল্লাহর নিকট তাক্বওয়া বৃদ্ধির দো‘আ করি, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغَنَى ‘হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট সঠিক পথ, আল্লাহ্‌ভীতি, পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি’ (মুসলিম হা/২৭২১)।

## সন্তান জন্ম পূর্ববর্তী করণীয়

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম  
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনাগনি

(২য় কিস্তি)

### ৫. হালাল খাদ্য গ্রহণ করা :

হালাল খাদ্যের দ্বারা মানুষের চরিত্র উত্তম হয়। আর হারাম খাদ্যের দ্বারা চরিত্র নষ্ট হয়। যদি আগত সন্তানের পিতা-মাতা উভয়ে হারাম খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয় তাহলে তাদের মাধ্যমে আদর্শ ও চরিত্রবান সন্তান পৃথিবীতে আসতে পারে না। বিশেষ করে মা যে খাবারই গ্রহণ করুক না কেন তার গর্ভের সন্তান সে খাদ্যের অংশ পাবে। তাই মা যদি হালাল খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে তার সন্তানের চরিত্র উত্তম হবে। পক্ষান্তরে মা হারাম খাদ্য খেলে তার গর্ভের সন্তানের চরিত্র নষ্ট হবে। সে উত্তম আমল ও আখলাকের অধিকারী হতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা হালাল খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, **يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ** দিয়ে বলেন, **يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ** 'হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (বাক্বারাহ ২/১৬৮)। আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُدِّيَ بِالْحَرَامِ** 'হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না' (ছহীহাহ হা/২৬০৯)। হালাল খাদ্যের মাধ্যমে সন্তানের চরিত্র উন্নত হয়। সে সম্পর্কে অনেক সত্য কাহিনী রয়েছে। তন্মধ্যে বাস্তব একটি হল-আব্দুর রহমান খান ছিলেন কারুলের গভর্নর। তাঁর দ্বারা আমীর দোস্ত মুহাম্মাদের ঘটনা নিম্নরূপ :

কোন বৈরী শক্তি তার রাজ্যে আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করার জন্য তিনি স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। দু'দিন পর এক খবর এল যে, শাহাজাদার পরাজয় আসন্ন, সৈন্যদের নিয়ে তিনি পিছনে হটে আসছেন। আর শত্রু বাহিনী ধাওয়া করে তার পিছু পিছু আসছে। এ খবর শুনে আমীরের মন খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন, একে তো পরাজয়ের গানি, দ্বিতীয়ত পুত্রের দুর্বলতা ও অক্ষমতার স্মৃতি



এবং তৃতীয় হল লোকজনের হয়ে প্রতিপন্ন করার ভাবনা। বাদশাহ ঘরে এসে তার স্ত্রীর কাছে সমস্ত ঘটনা শোনালেন। স্ত্রী বললেন, পুরো ঘটনাই অবাস্তব ও মিথ্যা। বাদশাহ বললেন, গুপ্তচরের রিপোর্ট কি করে মিথ্যা হতে পারে? কিন্তু বেগম ছাহেবা একেবারেই মানছেন না যে, তার ছেলে পরাজিত হয়েছে। একথা বিশ্বাসই করলেন না তিনি। বেগম ছাহেবার কথাকে অবজ্ঞা করে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে গেলেন বাদশাহ। দ্বিতীয় দিন খবর পেলেন, ঐ খবর সত্যিই মিথ্যা ছিল। বাস্তব ঘটনা হল তার পুত্র যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরছেন। শুনে বেগম ছাহেবা আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন। বাদশাহ বেগমকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, শাহজাদার পরাজয় হয়নি? তোমার কাছে এমন কি প্রমাণ ছিল, যার দ্বারা তুমি ঐ সংবাদটাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছ? বেগম বললেন, কিছুই না। আল্লাহ তা'আলা আমার ইয়যত রেখেছেন। এটা আমার একটা গোপন রহস্যের ব্যাপার। যা আমি প্রকাশ করতে চাই না। বহু পীড়াপীড়ির পর বেগম ছাহেবা বললেন-

‘এ ছেলে যখন আমার গর্ভে আসে, তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার পেটে যেন সন্দেহযুক্ত কোন খাদ্য না যায়। কারণ হালাল খাদ্যের দ্বারা উত্তম চরিত্র তৈরী হয়; আর হারাম খাদ্যের দ্বারা চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। এ শাহজাদা আমার গর্ভে নয় মাস থাকা অবস্থায় খাদ্যের কোন একটা দানাও আমি এমন ভক্ষণ করিনি, যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পর্যন্ত হতে পারে। এজন্য তার চরিত্র খারাপ হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং এমন আখলাকের পরিচয় হল- যুদ্ধে গেলে শাহাদত বরণ। অন্য দিকে যুদ্ধের মাঠ থেকে পিঠ দেখিয়ে আসা হল অসৎ চরিত্রের লক্ষণ। এজন্য আমার বিশ্বাস ছিল শাহজাদা শহীদ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ময়দান থেকে পলায়ণ করে আসবে না। শুধু তাই নয়; বরং শাহজাদার যখন জন্ম হয়, তখন থেকে অদ্যাবধি আমি কোন সন্দেহ যুক্ত বস্তু আহার করিনি, যাতে উক্ত হারাম খাদ্যবস্তু দ্বারা শরীরে দুর্ধ্ব সঞ্চার না হয় এবং এর প্রভাব শাহজাদার উপর না পড়ে। তাছাড়া যখন আমি তাকে দুধ পান করাতাম, তখন আমি ওয়ূ করে দুই রাক'আত ছালাত পড়ে নিতাম, যেন শাহজাদার চরিত্র খুব ভালো হয়। এজন্য আপনার গুপ্তচরের কথাকে মিথ্যা ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে আমার মনে কোন সংশয় সৃষ্টি হয়নি এবং আমার বিশ্বাস

থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইনি' (মাসিক আত-তাহরীক ৬/৩ ডিসেম্বর, ২০০২, পৃ. ৩৫)।

প্রিয় মা-বোন! আমীর দোস্ত মুহাম্মাদের স্ত্রীর কি মহৎ কর্ম ও বিশ্বাস! তিনি মুত্তাক্বী হতে পারলেন। আজকাল আমাদের মা বোনেরা তা অর্জন করতে পারেন না কেন? মুত্তাক্বী হবার পথে এদের প্রতিবন্ধকতা কোথায়? তারা কি মুত্তাক্বী হতে ও হালাল খাদ্য গ্রহণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন না? যদি তারা যে কোন মূল্যে হারাম বর্জন করে হালাল খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হন তাহলে তাদের নিকট থেকে আদর্শ সন্তান আসবে ইনশাআল্লাহ। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও 'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হালাল পথে উপার্জিত দু'মুঠো চিড়া মুড়ি হারাম পথে উপার্জিত রসগোল্লা ও লক্ষ টাকার চেয়েও অধিক মূল্যবান' (উদাত্ত আহ্বান পৃ. ১০)।

### ৬. পর্দার বিধান মেনে চলা :

পর্দার বিধান একজন নারীকে আদর্শ মা হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। কারণ পর্দা ইসলামে ফরয। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাতের মত পর্দাও শারঈ ফরয বিধান যা পালন না করলে আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে। কিন্তু বহু পুরুষ ও মহিলা পর্দার বিধান মানে না। বিশেষ করে মহিলারা নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করে। ফলে তারা অপহরণ ও নানাবিধ সমস্যার শিকার হয়। এরপরও তারা পর্দা করে না। তাই হে মা! আপনার গর্ভে আদরের সন্তান। এ সময় আপনি পর্দাহীনভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবেন না। বাড়ির ভিতরেই আপনার জন্য উত্তম জায়গা। ঐ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ - (নারীরা) তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ে না' (আহযাব ৩৩/৩৩)। মা ইচ্ছামত বাড়ির বাহিরে গেলে শয়তান তাকে বেপর্দা করার নানা কৌশল অবলম্বন করে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ 'নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বের হয় তখন শয়তান তাকে (সৌন্দর্য প্রকাশে) উদ্বুদ্ধ করে' (তিরমিযী হ/১১৭৩)।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, ‘স্কুল কলেজের বস্তুবাদী শিক্ষা ও সহশিক্ষার পরিবেশে যেসব নারী হাযারো যুবকের লোলুপ দৃষ্টির শিকার, তাদের গর্ভ থেকে কখনো কোন মেধাবী ও ভদ্র সন্তান আসতে পারে না। আজকাল মেধাহীনদের ভিড় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এটা কিনা সেটা গবেষণার বস্তু’ (সম্পাদকীয় : নারী শিক্ষা, মাসিক আত-তাহরীক, ২২/৫ ফেব্রুয়ারী '১৯)।

পর্দাহীন নারী ইসলামের দৃষ্টিতে জাহান্নামী। এদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী, যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি। ১. এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় দীর্ঘ লাঠি থাকবে, যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। ২. নগ্ন পোশাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর হতে পাওয়া যায়’ (মুসলিম হা/২১২৮; মিশকত হা/৩৫২৪)।

এমন অনেক মহিলা আছে যারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ায়। তাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ... ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ ... ‘(ধ্বংসে নিপতিত) তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস কর না।... আর ঐ নারী যার স্বামী অনুপস্থিত। কিন্তু সে (স্বামী) তার দুনিয়াবী ভোগ্য সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে প্রদান করে। অথচ সে (স্ত্রী) তার স্বামীর পরে (অনুপস্থিতিতে) বেপর্দায় চলে’ (আহমাদ হা/২৩৯৮৮; ছহীহ হা/৫৪২)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘ঐ মহিলা, যে তার স্বামীর সাথে খেয়ানত করে’ (ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৮-৭)।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَشَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّحَاتُ الْمُتَخَيَّلَاتُ وَهِنَّ، ‘তোমাদের নারীদের মধ্যে নিকৃষ্ট হল যারা পর্দাহীনা অহংকারিণী। আর তারা হল মুনাফিক নারী। তাদের মধ্য হতে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না কেবল সাদা পা বিশিষ্ট কাকের ন্যায় ব্যতীত’ (অর্থাৎ অল্প সংখ্যক) (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল

কুবরা হ/১৩৮৬০; ছহীহাহ হা/১৮৪৯)। তাই পর্দাহীন নারীর কাছ থেকে কখনো আদর্শ সন্তান আশা করা যায় না। এজন্য জান্নাতী সন্তান পেতে হলে অবশ্যই সন্তান জন্ম দানের পূর্বে মাকে ইসলামী পর্দার অনুসারী হতে হবে।

### ৭. বাড়িতে ইসলামী পরিবেশ বজায় রাখা :

মুসলমানের বাড়ি হবে শান্তির আসাবস্থল। এর অন্যতম মাধ্যম সালাম বিনিময়। সালামের মাধ্যমে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পায়। সেজন্য বাড়ি থেকে বের হতে ও বাড়িতে প্রবেশকালে বাড়ির অধিবাসীকে সালাম দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, *فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً* مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيِّنٌ لِّلَّهِ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 'অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা পরস্পরে সালাম করবে। এটি আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত বরকমণ্ডিত ও পবিত্র অভিবাদন। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার' (নূর ২৪/৬১)। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, *يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ* 'হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকটে যাও, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ হবে' (তিরমিযী হা/২৬৯৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৮)। তিনি আরো রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'তিন ব্যক্তি আল্লাহর যিম্মায় থাকে। যদি তারা বেঁচে থাকে তাহলে রিযিক প্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয়। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশ করে বাড়ির লোকজনকে সালাম দেয়, সে আল্লাহর যিম্মায়। যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আল্লাহর যিম্মায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, সে আল্লাহর যিম্মায়' (ছহীহ ইবুন হিব্বান, হা/৪৯৯; আবুদাউদ হা/২৪৯৪)। যে বাড়িতে ইসলামী পরিবেশ বজায় থাকবে সেখানে আল্লাহর রহমত ভরপুর থাকবে। এমন বাড়ি থেকেই আদর্শ সন্তান বেরিয়ে আসতে পারে। তাই আদর্শ সন্তান পেতে হলে ইসলামী বাড়ি পূর্বশর্ত।

## ইলম অর্জনে বিনয়

মুহাম্মাদ ইব্রাহীম  
গোপালনগর, কুমিল্লা

বিনয় উত্তম চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। বিনয় মানুষকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলে এবং আল্লাহ বিনয়ীকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। তিনি নিজের কাছে ছোট হলেও মানুষের নিকট সম্মানিত হন। আর যে অহংকার করে, সে কেবল নিজেই নিজেকে বড় মনে করে। আল্লাহ তাকে মানুষের কাছে ছোট করে দেন।

জ্ঞানার্জনে বিনয়ের উদাহরণ হল নীচু ভূমির ন্যায়; যেখানে চারিদিকের পানি এসে জমা হয়। আর বিপরীতে অহংকার পানি ধারণে অক্ষম উঁচু জমির মত জ্ঞান ধারণে অপারগ হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে জ্ঞানার্জনে বিনয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

**বিনয় কী :** বিনয় শব্দের অর্থ নম্রতা, কোমলতা, অবনত, শিষ্টাচার ইত্যাদি। পরিভাষায়, ১. আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ) বলেন, 'বিনয় ও নম্রতার মূল হল, তুমি তোমার দুনিয়ার নে'মতের ক্ষেত্রে নিজেকে তোমার নীচের স্তরের লোকদের সাথে রাখ, যাতে তুমি তাকে বুঝাতে পার যে, তোমার দুনিয়া নিয়ে তুমি তার চেয়ে মর্যাদাবান নও। আর নিজেকে উঁচু করে দেখাবে তোমার চেয়ে দুনিয়াবী নে'মত নিয়ে উঁচু ব্যক্তির নিকট, যাতে তুমি তাকে বুঝাতে পার যে, দুনিয়া নিয়ে সে তোমার উপর মর্যাদাবান নয়'।

২. আবু যায়দে বিসত্বামী (রহঃ) বলেন, هُوَ أَنْ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ مَقَامًا وَلَا حَالًا وَلَا يَرَى فِي الْخَلْقِ شَرًّا مِنْهُ 'বিনয় হল নিজের জন্য কোন অবস্থান মনে না করা এবং সৃষ্টি জগতে নিজের চেয়ে অন্যকে অবস্থান ও অবস্থায় নিকৃষ্ট মনে না করা'।

৩. ইবনু আত্বা (রহঃ) বলেন, هُوَ قَبُولُ الْحَقِّ مِمَّنْ كَانَ الْعُرْفُ فِي التَّوَضُّعِ، فَمَنْ طَلَبَهُ فِي الْكِبَرِ فَهُوَ كَطَلَبِ الْمَاءِ مِنَ النَّارِ 'বিনয় হল, যে কোন ব্যক্তি থেকে

সত্যকে গ্রহণ করা। সম্মান হল নম্রতায়। যে ব্যক্তি অহংকারে তা তালাশ করবে, তা হবে আশুন থেকে পানি তালাশতুল্য।

আর জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে বিনয় হল নিজের জ্ঞানকে সামান্য মনে করা ও অহংকার থেকে বিরত থাকা এবং যে কারো থেকে সত্য গ্রহণে সচেষ্ট থাকা।

**মানুষের জ্ঞান :** অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষকে আল্লাহ অধিক জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু সে জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য। আল্লাহ আসমান-যমীনের সবকিছুর খবর রাখেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। মূসা (আঃ) যখন খিযিরের সাথে জ্ঞান অর্জনের জন্য চলতে শুরু করলেন, তখন কিছু দূর গিয়ে তাঁরা নৌকায় একটি নদী পার হলেন। তাঁরা নৌকা থেকে নামার পর একটা কালো চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক ঠোঁট পানি তুলে নিল। সে দিকে ইঙ্গিত করে খিযির মূসা (আঃ)-কে বললেন, **عَلِمِي وَعِلْمُكَ وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِقْدَارَ مَا** ‘আমার ও আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের জ্ঞান মিলিতভাবে আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় সমুদ্রের বুক থেকে পাখির ঠোঁটে উঠানো এক ফোঁটা পানির সমতুল্য’ (বুখারী হা/৪৭২৭)। ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন, **بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ** ‘যখন কোন আলেমকে প্রশ্ন করা হয়, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? তখন আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করা মুস্তাহাব’। কেবল আল্লাহ তা‘আলা সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

এই সামান্য জ্ঞান আবার সকল মানুষের এক নয়। এমনকি নবীদেরও আল্লাহ সকল জ্ঞান দান করেননি। প্রত্যেকের কিছু জানা ও কিছু অজানা বিষয় রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **فَوَقَّ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ**, ‘প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছে মহাজ্ঞানী’ (ইউসুফ ১২/৭৬)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একদিন হযরত মূসা (আঃ) বনু ইস্রাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকদের মধ্যে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে কি? ঐ সময়ে যেহেতু মূসা ছিলেন শ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁর জানা মতে আর কেউ তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন না, তাই তিনি

সরলভাবে 'না' সূচক জবাব দেন। জবাবটি আল্লাহর পসন্দ হয়নি। কেননা এতে কিছুটা অহংকার প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষায় ফেললেন। তাঁর উচিত ছিল একথা বলা যে, 'আল্লাহই সর্বাধিক অবগত'। আল্লাহ তাঁকে বললেন, 'হে মূসা! দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী'। একথা শুনে মূসা (আঃ) প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে ঠিকানা বলে দিন, যাতে আমি সেখানে গিয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি'।

এর দ্বারা আল্লাহ মূসা (আঃ) সহ সকল মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। বান্দার জন্য যে অহংকার নিষিদ্ধ, অত্র ঘটনায় সেটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয়। আলী (রাঃ) বলেন, *الْحِكْمَةُ صَالَةٌ الْمُؤْمِنِ*, 'জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ, সুতরাং কপট ব্যক্তির কাছ থেকে হলেও তা গ্রহণ কর'।

**রাসূল (ছাঃ)-এর বিনয় :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম বিনয়ী। ক্ষমা ও দয়ার মাধ্যমে তাঁর আচরণে যেমন বিনয় প্রকাশিত হয়, ইলমের বিষয়েও তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসলেন। ধবধবে সাদা তাঁর পোশাক। তাঁর চুল কুচকুচে কালো। তাঁর মধ্যে সফর করে আসার কোন চিহ্ন ছিল না। আর আমাদের কেউ তাঁকে চিনতেও পারেননি। তিনি এসেই নবী (ছাঃ)-এর নিকট বসলেন এবং তাঁর হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে দিলেন। তাঁর দুই হাত দুই উরুর উপর রাখলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, 'আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন'। উত্তরে নবী (ছাঃ) বললেন, *مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ*, 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত নন' আরো কিছু প্রশ্ন করার পর লোকটি চলে গেলে আমি কিছুক্ষণ সেখানেই অবস্থান করলাম। পরে রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'ওমর! প্রশ্নকারীকে চিনতে পেরেছ?' আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, 'ইনি হচ্ছেন জিবরীল (আঃ)। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের

দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন' (মুসলিম হা/৮)। হাদীছে অজানা বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বিনয় লক্ষণীয়।

এছাড়া ছাহাবীগণ তাঁর নিকট কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে এবং তাঁর উত্তর অজানা থাকলে তিনি চুপ থাকতেন ও অহি-র অপেক্ষা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি নবী (ছাঃ)-এর সাথে মদীনায় এক কৃষিক্ষেত কিংবা অনাবাদী জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলাম। নবী (ছাঃ) নিজের সাথে রাখা একটা খেজুরের শাখার উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর আমরা একদল ইয়াহুদীকে অতিক্রম করছিলাম। তাদের একে অন্যকে বলতে লাগল, তাঁকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। আবার তাদের কেউ কেউ বলল, তাঁকে জিজ্ঞেস করো না। হয়তো তিনি এমন বিষয় উপস্থাপন করবেন, যা তোমাদের কাছে অপসন্দনীয় হবে। তা সত্ত্বেও তাদের কেউ বলে উঠল, আমরা অবশ্যই তাঁকে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে এগিয়ে প্রশ্ন করল, হে আবুল ক্বাসেম! রুহ কী? এতে নবী (ছাঃ) চুপ থাকলেন। আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর প্রতি অহি নাযিল হচ্ছে, এরপর তিনি পড়লেন, وَيَسْأَلُونَكَ 'আর ওরা عَنْ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا তোমাকে প্রশ্ন করছে 'রুহ' সম্পর্কে। তুমি বলে দাও, রুহ আমার প্রতিপালকের একটি আদেশ মাত্র। আর এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে' (ইসরা ১৭/৮৫)।

**ছাহাবীগণের বিনয় :** রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ছিলেন জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী এবং বিনয়ী। রাসূল (ছাঃ) কোন প্রশ্ন করলে তাঁরা কখনো মনগড়া উত্তর দিতেন না। বরং তা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে ফিরিয়ে দিতেন। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার কী হক (অধিকার) রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তাদের উপর তাঁর হক এই যে, তারা তাঁর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে আর কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করবে না। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, তারা এগুলো করলে আল্লাহ তা'আলার উপর তাদের কী হক (অধিকার) রয়েছে তুমি কি তা জানো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর



রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার উপর তাদের হক এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না' (ইবনু মাজাহ হা/৪২৯৬)।

**মনীষীদের বিনয় :** প্রকৃত জ্ঞানীরা কখনো জ্ঞানের অহংকার করেন না। বরং তারা বিনয় ও আল্লাহভীতিকে প্রাধান্য দেন। তাঁরা ফলবান বৃক্ষের ন্যায় বিনয়ে মাথা নত করে চলে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **إِنَّمَا يُخَشَى اللَّهَ مِنْ** **عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** 'বস্ত্ত আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে' (ফাতির ৩৫/২৮)। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'অধিক হাদীছ বর্ণনা কোন ইলম নয়। বরং অধিক আল্লাহভীরুতা হল ইলম'। আহমাদ বিন ছালেহ বলেন, 'এর অর্থ হল অধিক হাদীছ বর্ণনায় আল্লাহ ভীরুতা অর্জিত হয় না'। এজন্য ইমামগণ ভালোভাবে না জেনে কোন কথা বলতেন না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলেন ইমাম মালেক (রহঃ)। তাঁকে কোন প্রশ্ন করা হলে কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন, 'আমার নিকট হালাল-হারাম বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে কোন কঠিন কাজ নেই। কেননা, এগুলো আল্লাহর চূড়ান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত'। হায়ছাম ইবনে জামীল (রহঃ) বলেন, আমি একবার ইমাম মালেকের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাকে চল্লিশটির বেশি প্রশ্ন করা হল। তিনি তার মধ্যে ৩২টির উত্তরে বললেন, 'আমি জানি না'। ইমাম ইবনুল কাইয়ুম তাঁর 'আর-রায়ি' গ্রন্থে লিখেছেন **لَا أَدْرِي نَصْفُ الْعِلْمِ** 'আমি জানি না জ্ঞানের অর্ধেক'। কেননা আলী (রাঃ) বলেছেন, **مَنْ تَرَكَ قَوْلَ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ** 'যে ব্যক্তি জানিনা বলা ছেড়ে দিল সে ধ্বংসে পতিত হল'। এভাবে বিনয়ের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেন সালফে ছালেহীন।

**বিনয়হীন জ্ঞানীর পরিণতি** বিনয়ের বিপরীত হল অহংকার, আত্মঅহমিকা, নিজেকে বড় মনে করা। আর অহংকারীর পরিণাম কখনো ভালো হয় না। বলা হয়, 'অহংকার পতনের মূল'। আলী (রাঃ) বলেছেন, **رَبِّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ** 'কতক জ্ঞানী ব্যক্তিকে তার মূর্খতা ধ্বংস করে দেয়, আর তার জ্ঞান কোন উপকারে আসে না'। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিনয়হীতাই সবচেয়ে বড় মূর্খতা। পৃথিবীর ইতিহাসে অহংকার করে প্রথম ধ্বংসে পতিত

হয় ইবলীস। আল্লাহ বলেন, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ- قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَصَاحِرِينَ ‘আল্লাহ বলেন, আমি যখন তোমাকে নির্দেশ দিলাম, তখন কোন বস্তু তোমাকে বাধা দিল যে তুমি সিজদা করলে না? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। আল্লাহ বলেন, এ স্থান থেকে তুমি নেমে যাও। এখানে তুমি অহংকার করবে, তা হবে না। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত (আ'রাফ ৭/১২-১৩)। অহংকারের কারণেই সে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত হয়। এজন্য আরবী কবি মুছতফা সাবাস্ট বলেন,

لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مِنْ دُونَ التَّقَى شَرَفًا

لَكَانَ أَشْرَفُ خَلْقِ اللَّهِ إِبْلِيسُ

‘যদি বিনয় তথা ত্বাকওয়া (বিনয়) বিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত, তবে ইবলীস আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হত।

বিনয়কে বলা যায় জ্ঞানের প্রবেশদ্বার। বিনীত অন্তরে উপকারী জ্ঞান প্রবাহিত পানির ন্যায় প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে অহংকার আল্লাহর চাদর। যে ব্যক্তি আল্লাহর চাদর টান দিবে আল্লাহ তাকে জ্ঞানের আলো হতে চির অন্ধকারে ডুবিয়ে দিবেন। তাই আমাদের উচিত জ্ঞানার্জনে সদা বিনয়ী হয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি কামনা করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

‘তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না’ (বাক্বারাহ ২/৪২)।

## খেজুর গাছ

আব্দুল হাসীব, কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ  
আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের নিয়ে বিভিন্ন সময় মজলিসে বসতেন। সেখানে দ্বীন শিক্ষার জন্য ছোটরাও বড়দের সাথে উপস্থিত থাকত।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদা আমরা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে অবগত কর এমন একটি গাছ সম্পর্কে যা মুসলিম ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য রাখে; যার পাতা ঝরে না। তা এরকম নয়, এরকম নয়, এরকম নয়। আর তা সব সময় খাদ্য প্রদান করে’। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ‘আমার ধারণা হল, এটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি দেখলাম আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) কিছু বলছেন না। তখন আমি (ছোট থাকার কারণে) তা বলা অপসন্দ করলাম’। অতঃপর যখন কেউ কিছু বললেন না, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তা হল খেজুর গাছ’। পরে যখন আমরা উঠে গেলাম, তখন আমি (আমার পিতা) ওমর (রাঃ)-কে বললাম, ‘আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়েছিল এটা খেজুর গাছ’। ওমর (রাঃ) বললেন, ‘তোমাকে তা বলতে কিসে বাধা দিল?’। তিনি বললেন, ‘আমি আপনাদের কথা বলতে দেখলাম না। তাই আমি কিছু বলা অপসন্দ করলাম’। ওমর (রাঃ) বললেন, ‘যদি তুমি বলতে তাহলে তা আমার নিকট অমুক অমুক জিনিসের চেয়ে প্রিয় হত’ (রুখারী হা/৪৬৯৮)।

### শিক্ষা :

১. ছোটদের মাথায় অনেক সময় বড়দের থেকে ভালো বুদ্ধি আসতে পারে। তাই তাদের মতামত শোনা উচিত।
২. কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা স্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্য শ্রোতাদের প্রশ্ন করা যায়। এতে শ্রোতাদের বুঝতে সহজ হয়।
৩. খেজুর গাছের ন্যায় একজন মুসলিম ব্যক্তি সব সময় উপকারী। তাই আমাদের প্রকৃত মুসলিমদের সাথে চলাফেরা করতে হবে।
৪. সন্তানের ভালো কাজে পিতা-মাতা সর্বদা খুশি হন এবং দো‘আ করেন।

## এলো দো'আ শিখি

৩৭. বিপদের সময় যা পড়তে হয় :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ -

**উচ্চারণ :** লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইনী কুনতু মিনায য-লিমীন ।

**অর্থ :** '(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। আমি যালিমদের অন্তর্গত হয়ে গেছি' (আম্বিয়া ৮৭)।

কোন মুসলমানের উপর বিপদ আসলে বলতে হয়,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - اللَّهُمَّ أَجْرِنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا -

**উচ্চারণ :** ইন্লা লিল্লা-হি ওয়া ইন্লা-ইলাইহি র-জি'উন, আল্ল-হুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতি ওয়া আখলিফলী খইরাম মিন্হা ।

**অর্থ :** 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে প্রতিফল দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩০)।

আবু বকর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, বিপদগ্রস্তের দো'আ হচ্ছে-

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

**উচ্চারণ :** আল্ল-হুম্মা রহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী তুরফাতা 'আইনিওঁ ওয়া আছলিহলী শা-নী কুল্লাহু লা ইলা-হা ইল্লা আনতা ।

**অর্থ :** 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দয়া কামনা করি। তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের হাতে ছেড়ে দিও না। বরং তুমি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে দাও। তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই' (ছহীহ আবুদাউদ হা/৫০৯০; মিশকাত হা/২৩৩৪ সনদ হাসান)।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৮৬-৮৭)

## বজ্রপাত

আবু তাহের

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনারগাঁও

আষাঢ় মাস পড়েছে সপ্তাহ খানেক হল। কয়েক দিন ধরে আকাশে মেঘের উড়াউড়ি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বর্ষার কোন দেখা নেই। গতকাল বিকালে টিপটিপ করে একটু বৃষ্টি হয়েছে। তাতে প্রকৃতির তৃষ্ণা নিবারণ কিছুই হয়নি। কেবল ভাপ ওঠা মাটির সোঁদা গন্ধই ছড়িয়েছে। তাতেও লোকজন বুকে আশা বেঁধেছে। একবার যখন মাটিতে ফোটা পড়েছে, তখন দু-এক দিনের মধ্যে পানি আল্লাহ দিবেনই। বান্দার এত কষ্ট দয়াময় কি দেখছেন না!

বৃষ্টির জন্য প্রাণে প্রাণে হাহাকার। এক পশলা পানির জন্য কত ফরিয়াদ আল্লাহর কাছে! অন্যদের মত সকালে উঠে সাজিদও মনে মনে বৃষ্টির প্রার্থনা করে। রুম বৃষ্টি হলে তার একদিন মাদ্রাসায় যাওয়া লাগবে না। এক বেলা ফুটবল খেলার পর আম কুড়িয়ে বাড়ি ফেরার আনন্দ উঁকি দেয় তার মনের কোণায়। কিন্তু তার আশার মেঘ সরিয়ে বাইরে বলমলে রোদ উঠল। তাকেও দ্রুত গুছিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল।

মাদ্রাসা থেকে ফেরার সময় মাথার উপর মেঘের ছায়া পড়ল। বিকাল থেকে শুরু হল রুম বৃষ্টি। সাথে মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া। সেই যে শুরু হল, থামার কোন লক্ষণ নেই। মেঘের আড়াল থেকে সূর্য অস্ত গেল। মসজিদের মিনারে আযান হল। ঘুটঘুটে অন্ধকারের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলল রুমরুম বৃষ্টি। কিছুক্ষণ পর পর বিদ্যুতে চমকে উঠোনে জমা পানি চকচক করে উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

ঘরে বিদ্যুৎ নেই। সাজিদ অন্ধকারে বারান্দায় বসে নতুন বৃষ্টি অনুভব করছে। সাজিদের মা মোমবাতি জ্বালিয়ে পড়তে বলে গেলেন। তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। মা দরজা না পেরোতেই বাতাসের এক ঝাপ্টায় বাতি নিভে গেল। মা আবার বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। সাজিদ আরেকবার বাতাসের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু বাতাস আর এলো না। তাই মা চলে যাওয়ার সাথে সাথে নিজেই ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল। তারপর চিৎকার করে বলল,

‘মা, বাতি আবার নিভে গেছে’। মা বললেন, ‘থাক, আজ আর পড়তে হবে না’। সাজিদ খুশি হয়ে বই-খাতা গুছিয়ে রাখল।

পাশের ঘরে সাজিদের দাদা আছগার আলী প্রতিদিনের মত সন্ধ্যা হতেই মশারীর ভিতর শুয়ে পড়েছেন। যৌবনে আছগার আলী পরিশ্রম করতে পারতেন প্রচুর। রোদ-বৃষ্টি, প্রচণ্ড গরম বা তীব্র শীতেও তিনি মাঠে কাজ করতেন। কিন্তু তিনি মশার কামড় সহ্য করতে পারেন না একটুও। সাজিদ কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে থেকে দাদার কাছে গেল। তার মনে হয়, এ বাড়িতে দাদাই তাকে সবচেয়ে বেশি আদর করে। তাকে কত গল্প শোনায়!

আছগার আলীর গল্পের অধিকাংশ জুড়ে থাকে তার ছোট বেলার স্মৃতিচারণ। আজও গুরু করলেন প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগের গল্প, ‘আমাদের ছেলে বেলা খুব আনন্দের ছিল। বৈশাখ মাসে ধান কাটার পর ফাঁকা মাঠে চলত ঘুড়ি উড়ানোর খেলা। এরপর আষাঢ় মাসে বৃষ্টি এসে ডুবে যেত মাঠ-ঘাট। তখন মাঠের মধ্যে পানিতে নৌকা চলত। আমাদের বাড়ির পিছনের নিচু জমিতেও হাঁটু অবধি পানি থাকত। আমরা সকালে দড়ি বাঁধা হাড়ি হাতে নিয়ে মাছ ধরতে যেতাম। টেংরা, পুটি, কৈ কত মাছ পাওয়া যেত তখন! এখন আর সেসব মাছ দেখা যায় না’।

গল্প বলতে বলতে আছগার আলী হঠাৎ বিষম খেলেন। সাজিদের মা দৌড়ে এসে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিলেন। পানি খেয়ে বিছানায় মাথা রাখলেন তিনি। কিন্তু কাশি থামছে না। একবার বিদ্যুতের আলো উঁকি দিয়ে গেল ঘরে। দাদার চোখ-মুখে কষ্টের ছাপ লক্ষ্য করলেন সাজিদের মা। চোখ দু’টো উপরের দিকে কি যেন দেখছে। মুখে কথা বলার অবিরত চেষ্টা। কিন্তু কোন আওয়াজ বের হল না।

বারান্দায় বসে বছরের প্রথম বৃষ্টি উপভোগ করছিলেন সাজিদের আব্বা আমজাদ আলী। সাজিদের মায়ের ডাকে তিনি ঘরে এলেন। ডান হাতে আছগার আলীর কপাল স্পর্শ করে বাম হাত রাখলেন তার বুকের উপর। অবস্থা সুবিধাজনক মনে হল না। এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। দাদা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, ‘খোকা বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যাস নে’। ততক্ষণে তার খোকা বাড়ির আঙিনা পেরিয়ে গেছে।

গ্রামের একমাত্র ডাক্তার বদরুল আলমের বাড়ির দিকে আমজাদের যাত্রা। গ্রামের মুখস্থ পথ তার। অন্ধকারেও তাই সাইকেল চালাতে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না তার। মাঝে মাঝে বিজলীর আলোয় যত দূর সম্ভব পথটা দেখে নিচ্ছেন। বৃষ্টির দিন না হলে বাজারেই পাওয়া যেত বদর ডাক্তারকে। কিন্তু আজ যেতে হবে পাশের গ্রামে তার বাড়িতে।

কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি কমে এল। সাজিদের দাদার অবস্থাও তখন বেশ ভালো। খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছেন। সাজিদও শুয়ে আছে তার পাশে। সাজিদের মা বারান্দায় বসে আছেন আমজাদ আলীর অপেক্ষায়। এতক্ষণ তার ফিরে আসার কথা। হয়তো ডাক্তার বাড়িতে নেই তাই অপেক্ষা করছেন। প্রচণ্ড শব্দে একবার বজ্রপাত হল। মনে হল তাদের টিনের চালের উপরেই বিজলী খেলে গেল। সাজিদের দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকা এখনো ফেরেনি?'

কিছুক্ষণ পর অন্ধকারে উঠোনের দিকে কারো পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। একটা মোমবাতি হাতে তাদের বাড়ির দিকে কে যেন এগিয়ে আসছে। একজন নয়, কয়েকজনের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমজাদ আলীর তো সাইকেলে আসার কথা। তাহলে এখন আবার কে এল? একজন ডাক দিয়ে বলল, আমজাদের বাপ বাড়িতে আছো?

সাজিদের দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সাজিদ তার মায়ের পাশে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গ্রামের কয়েক জন লোক ঘাড়ে করে কী যেন নিয়ে এসেছে। আছগার আলী বুঝলেন, সাইকেলের বদলে চৌকিতে চড়ে খোকাকার দেহ ফিরেছে। কিন্তু আত্মা ফিরে আসেনি।

### শিক্ষা :

১. মৃত্যুর কোন বয়স নেই। যে কোন সময় আমাদের মৃত্যু হতে পারে।
২. বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই বৃষ্টির সময় বাইরে বের না হওয়াই ভালো।
৩. মিথ্যা কথা বলা বা ছলনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

# কবিতা গুচ্ছ

## সত্যের ডাক

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম  
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আদরের শিশুরা ঐ যে শোনো!  
রাসূলের আদর্শে নিজেকে গড়।  
আল্লাহর ভয় রাখ তোমার দিলে  
সকল কাজে তাঁর সাহায্য মিলে।

বাবা-মায়ের উপদেশ সব  
যদি পালন কর শ্রদ্ধা ভরে,  
খুশি হবেন তোমার রব  
নে'মত দিবেন তোমারে।

বড় হতে চাইলে তোমরা  
মন দিয়ে লেখ আর পড়,  
সত্য পথে অবিচল থেকে  
আদর্শ দেশ-জাতি গড়।

‘আমার ও আপনার এবং  
সমস্ত সৃষ্টি জগতের জ্ঞান  
মিলিতভাবে আল্লাহর জ্ঞানের  
তুলনায় সমুদ্রের বুক থেকে  
পাখির ঠোঁটে উঠানো এক  
ফোঁটা পানির সমতুল্য’ (বুখারী  
হা/৪৭২৭)।

## আমি কবি

নাজমুন নাঈম  
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আমি কবি, এ সমাজের কবি  
কাগজের বুকে আঁকি কালো ছবি।  
সে কালো শুধু কালো নয়  
কখনো রঙিন স্বপ্ন দেখায়  
কভু অন্ধকারের বাতি হয়  
নতুন করে বাঁচতে শেখায়।

কখনো একেছি সমাজের নগ্ন রূপ  
বর্বরতার উত্থানে যখন সবাই চুপ  
ক্ষোভে-বিক্ষোভে জ্বলে উঠে  
আমি প্রতিবাদে গিয়েছি ছুটে।  
হুংকারে বলেছি, আমি মানবো না  
যালিমের আসন আর রাখব না।

পরক্ষণে আবার থমকে দাঁড়াই  
হারিয়ে যাই সৌন্দর্যের মায়ায়  
এই প্রকৃতির নানা রূপ বৈচিত্রে  
আমি হাযির হই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে।

কখনো পল্লীর রূপে মুঞ্চ জসীমুদ্দীন  
আমি কভু নয়রুল্লের প্রতিবাদী বীণ।  
ফররুল্ল আহমাদের মুসলিম জাগরণ  
আমি সুকান্তের কিশোর জীবন।

দুরন্ত, শান্ত আমি জ্বলন্ত রবি  
চলন্ত পথিক আমি, স্থির ছবি।  
নন্দিত বীভৎস আমি সহজ দ্রুতগামী  
সকলের কবি আমি সর্বত্রগামী।



## বহুমুখী জ্ঞানের আসর

➤ আল-কুরআন (সূরা কুরায়েশ)

১. কুরায়েশ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : কুরায়েশ বংশ।

২. সূরা কুরায়েশ কুরআনের কততম সূরা?

উত্তর : ১০৬তম।

৩. সূরা কুরায়েশ-এ কতটি আয়াত আছে?

উত্তর : ৪টি।

৪. সূরা কুরায়েশ কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?

উত্তর : ১৭টি শব্দ ও ৭৩টি বর্ণ।

৫. সূরা কুরায়েশ কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা তীন-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। অতএব এটি মাক্কী সূরা।

৬. সূরা কুরায়েশে কয়টি বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে?

উত্তর : ২টি।

৭. কুরায়েশদের নিকট বায়তুল্লাহর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে কোন সূরায়?

উত্তর : সূরা কুরায়েশে।

৮. সূরা কুরায়েশে একনিষ্ঠভাবে কার ইবাদতের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে?

উত্তর : কা'বার মালিক আল্লাহর।

৯. আল্লাহ কুরায়েশদের কয়টি বিষয়ে মর্যাদা দান করেন?

উত্তর : সাতটি।

১০. সূরা কুরায়েশে কোন কোন কালের উল্লেখ আছে?

উত্তর : শীত ও গ্রীষ্মকাল।

১১. মানুষকে ক্ষুধায় অন্ন ও ভয় হতে নিরাপত্তা দেন কে?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা।

## লেখাপড়ায় মনোযোগ বৃদ্ধির উপায়

সানজিদা খাতুন

সুন্দরপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

পড়ার অভ্যাস আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে বৃদ্ধি করে দেয়। তাই নিজেকে জ্ঞানের ভাণ্ডারের মধ্যে নিয়ে যেতে চাইলে এটিই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা। তবে পড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মনোযোগ ধরে রাখা। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল না পাওয়ার একটা কারণ হল যথেষ্ট মনোযোগী না হওয়া। আমরা যদি পড়ার সময় পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারি তাহলে সেই জ্ঞানার্জন সহজ ও স্থায়ী হয়।

কিঞ্চ মনোযোগ এমন একটা ব্যাপার যা খুব সহজে এলোমেলো হয়ে যায়। চোখের সামনে থাকা একটা অতি সামান্য জিনিস মনোযোগ নষ্ট করতে পারে। পড়ার ভিতরে একটি শব্দ বা বাক্য মনে হাযার ভাবনা সৃষ্টি করে মূল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানও মনোযোগে ঘাটতি ঘটতে পারে। তখন মনোযোগ বা মেন্টাল এনার্জির অপচয় হয়। হার্ভার্ডের একটা গবেষণা বলে, মানুষের মন ৪৭ ভাগ সময় মূল কাজটা ছেড়ে অন্য বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকে। অর্থাৎ আপনি যদি এক ঘণ্টার জন্য পড়তে বসেন, তার ২৮ মিনিট অন্য চিন্তায় অপচয় করে ফেলেন।

আজকাল ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইসের যুগে ছাত্র-ছাত্রীরা ফেসবুক, গেইমস ইত্যাদি নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতে পসন্দ করে। গেইমসের একেকটা লেভেল পার হওয়ার তুলনায় তাদের কাছে বই পড়া, মুখস্থ করা ইত্যাদি একেবারেই পানশে লাগে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে পড়তেও একঘেয়েমি সৃষ্টি হয়।

এখন প্রশ্ন হল লেখাপড়ায় মনোযোগ বৃদ্ধির উপায় কী? তাহলে জেনে নেওয়া যাক, কিভাবে লেখাপড়ায় মনোযোগ বৃদ্ধি করা যায়।

**১. লেখাপড়ায় সচেতনতা সৃষ্টি :** লেখাপড়া শুরু করার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, জীবনে লেখাপড়ার কোন বিকল্প নেই এবং আমি পারব ইনশাআল্লাহ। জীবনের উদ্দেশ্য যাই হোক সেটা পূরণ করতে হলে লেখাপড়া ভালো করে করতে হবে। এই সচেতনতাই লেখাপড়ায় অনুপ্রেরণা যোগাবে।

**২. মনোযোগ বৃদ্ধির অনুশীলন :** কোন বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখার জন্য অনুশীলন করতে হবে। এটা অনেকটা ব্যায়ামের মত। উদাহরণ স্বরূপ বড় সেকেন্ডের কাঁটা রয়েছে এমন একটা ঘড়ির সামনে বসে মনোযোগ স্থির করুন। সেকেন্ডের কাঁটার গতির উপর এমন ভাবে মনোযোগ দিন যেন এই মহাবিশ্বে এটাই আপনার একমাত্র কাজ। অন্য কোন চিন্তা ঢুকে যদি মনোযোগের সুতা ছিঁড়ে যায় তাহলে থামুন। অতঃপর আলতোভাবে মনোযোগ সেকেন্ডের কাঁটায় ফিরিয়ে আনুন এবং দীর্ঘক্ষণ আপনার মনোযোগ বজায় রাখতে চেষ্টা করুন।

সক্রিয় মনোযোগ রাখতে সবসময়ই মানসিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। তাই কোন সুনির্দিষ্ট কাজ থাকলে প্রথমে ভাবুন। কতটুকু সময় দিয়ে কাজটি করতে চান এবং কি পরিমাণ মনোযোগ এর পিছনে দিতে হবে তা ঠিক করুন। অতঃপর নির্দিষ্ট কাজের প্রতি মনোযোগ দিন, যখন বুঝতে পারবেন মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে, অন্য কল্পনা করছেন তখন একটু বিরতি নিয়ে পুনরায় মনোযোগ দিন। অল্প সময় নিয়ে শুরু করুন আস্তে আস্তে সময় বাড়ান। পুরো মনোযোগ দেওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করুন।

**৩. লক্ষ্য স্থির করা :** লক্ষ্যহীন কাজে কখনো মনোযোগ স্থির থাকে না। তাই সকল কাজের মত পড়ার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য স্থির করা উচিত। উদ্দেশ্যহীনভাবে যদি বল ছোড়া হয় সে বল যেমন গোল পোস্টে ঢুকে না, তেমনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে পড়লে সেই পড়ায় মনোযোগ আসে না। বিক্ষিপ্ত মনোযোগ চিন্তার বিভিন্ন দুয়ারে ঘুরে ঘুরে শূন্যহাতে ফিরে আসে। তাই নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে লেখাপড়া করতে হবে।

**৪. পড়ার জন্য আদর্শ স্থান নির্বাচন করতে হবে :** পড়ার জন্য আদর্শ স্থান নির্বাচন করা যরুরী। অনেকে বিছানায় বসে পড়তে পসন্দ করেন। এটা কখনো স্থায়ী হয় না। শরীরে অলসতা ভর করে অল্পতেই ঘুমের ভাব আসে। ফলে পড়ার ইচ্ছে শেষ হয়ে যায়। তাই বিছানায় পড়তে না বসে চেয়ার-টেবিলে পড়া উচিত। চেয়ারে বসে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়লে মনোযোগ বেশি থাকে।

**৫. পড়ার মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি :** পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে একটি উপযোগী পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পড়া শুরু করার আগে অবশ্যই এমন

একটি জায়গা নির্বাচন করা উচিত যেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেই জায়গায় পড়াশোনা করে আত্মতৃপ্তিবোধ করা যায়। কেননা এই মনোভাব মস্তিষ্কে সেট হলে পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে। কোলাহল পূর্ণ পরিবেশ পরিত্যাগ করে নির্জন পরিবেশে অথবা লাইব্রেরীতে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

পড়ার জিনিস পত্র বই, খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি একেবারে সাথে নিয়ে বসা; যাতে পড়ার সময় বার বার পড়ার জায়গা ছেড়ে উঠতে না হয়। পড়ার টেবিলে বিভিন্ন ধরনের শো পিচ না রাখা, এতে পড়ার প্রতি মনোযোগ কম থাকে।

**৬. কুরআন তেলাওয়াত ও দো'আ পড়া :** পড়ার শুরুতে 'আউয়ুবিল্লাহ' পাঠ করে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ও 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করে আল্লাহর নামে পড়া শুরু করতে হবে। পড়তে বসার পূর্বে জ্ঞান বৃদ্ধির দো'আ করতে হবে, رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' (ত্বায়্যাহা ২০/১১৪)। সম্ভব হলে প্রতিবার পড়তে বসে শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করা উত্তম। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত মন দ্রুত শান্ত হয়।

**৭. সহজ বিষয় দিয়ে শুরু করা :** সহজ এবং আনন্দদায়ক বিষয় দিয়ে পড়া শুরু করা উচিত। যে বিষয়টি পড়তে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে সেটিই অল্প অল্প করে পড়তে হবে। এভাবে পড়ায় একটা গতি সৃষ্টি হলে কঠিন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সহজ হবে। একটা বইয়ে যদি অনেকগুলো অধ্যায় থাকে, অথবা কোন অধ্যায় যদি কঠিন মনে হয় তাহলে সে অধ্যায় ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিয়ে পড়া যেতে পারে। এতে চাপ কম মনে হবে এবং পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে।

মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ মেখলা সরকার বলেন, 'অনেক সময় দেখা যায় যে, কিছু শিক্ষার্থী ছবি আঁকতে পসন্দ করে। সেক্ষেত্রে ছবি আঁকা দিয়েই সে শুরু করতে পারে। অনেক সাবজেক্ট থাকে যেখানে খুব বেশি মাথা খাটাতে হয় না, সেটা পড়তে পারে। এছাড়া অনেক সময় যে অধ্যায় আগে থেকেই পড়া আছে সেটি দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। এটি দিয়ে শুরু করলে যখন ঐ বিষয়ে শিক্ষার্থীর একটু দখল আসবে তখন তার মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে এবং ভয় কেটে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে'।

৮. **শব্দ করে পড়া** : অনেকে পড়তে পড়তে ভুলে যায়। হঠাৎ আনমনে পড়া বন্ধ করে নানা চিন্তার জগতে হারিয়ে যায়। অল্প-স্বল্প ভুলে যাওয়া কোন সমস্যা না। নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে গেলে এটা চলে যায়। এক্ষেত্রে শব্দ করে জোরে পড়লে মনোযোগ বাড়ে বলে জানান মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ মেখলা সরকার। যখন আমরা শব্দ করে পড়ি তখন সেটা মাথায় সহজে চুকতে সাহায্য করে।

৯. **বিগত দিনের পড়া রিভিশন দিতে হবে** : আগের দিন যে পড়াটা শেষ হয়েছে সেটি মনে রাখার জন্য সেই পড়াটা আবার একবার পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। মেখলা সরকার বলেন, ‘অনেক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন যে, আগের দিনের পড়ার ৫০% বা ৯০%-ই তার মনে থাকে না। এটা স্বাভাবিক। আর তাই মনে রাখতে হলে ঐ পড়াটা আরেকবার পড়ার বিকল্প নেই। এভাবে চেষ্টা করতে থাকলে কিছু দিন পর সেটা তার মস্তিষ্কে স্থায়ী হয়ে যায়। ফলে তার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় এবং নতুন পড়ায় আগ্রহ সৃষ্টি হয়’।

১০. **নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী লেখাপড়া করা** : পড়ার প্রতি মনোযোগী হওয়ার উপায়গুলোর মধ্যে এটি অন্যতম সেরা একটি কার্যকরী উপায়। পড়ার রুটিন থাকলে পড়ার প্রতি মস্তিষ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ দেবে এবং পড়তে বসার তাকীদ অনুভূত হবে।

রুটিন তৈরির পূর্বে মনে রাখতে হবে, রুটিনটি যেন অবশ্যই বাস্তবায়নযোগ্য বা সম্ভবপর হয়। রুটিন করে পড়লে কোন দিন কোন বিষয় নিয়ে পড়তে হবে সেই চিন্তায় পড়তে হয় না। অনেকে আছে রুটিন তৈরি করে দুই একদিন রুটিন অনুযায়ী পড়ে আর পড়তে চায় না। এটা করা যাবে না।

মনে রাখতে হবে, প্রকৃতিক পরিবেশ রুটিন মাফিক চলে। সূর্য প্রতিদিন সকালে পৃথিবীকে আলোকিত করে। চাঁদ নির্দিষ্ট সময় পর পূর্ণিমার আলো ও অমাবস্যার অন্ধকার সৃষ্টি করে। ঠিক তেমনি নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে বসা ও পড়া শেষ করা যন্ত্রণা।

১১. **নিজের মত নোট বানিয়ে পড়া** : মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্য অবশ্যই প্রত্যেকটি বিষয়ের নোট বানিয়ে নিতে হবে। নোট বানানো থাকলে পড়া শিখতে এবং বুঝতে সুবিধা হয়ে থাকে এবং মুখস্থ করা পড়া সহজেই মনে

থাকে। কারণ তাতে প্রয়োজনীয় অংশ রেখে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেওয়া হয়। নিজের মত করে সাজানোর ফলে তা সহজে আত্মস্থ করা যায়। এতে রিভিশন (Revision) করতেও অনেক সুবিধা হয়।

**১২. নির্দিষ্ট সময় পর পর বিরতি নিয়ে পড়া :** পড়াশোনার প্রতি একটানা বেশিক্ষণ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। এ কারণে একটানা পড়ার টেবিলে বসে না থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর বিরতি দেওয়া উচিত। একটু বিরতি দিয়ে হাঁটা-চলা, পানি পান করে পুনরায় পড়া শুরু করলে মস্তিষ্কের ক্লাস্তি দূর হয় এবং আবার আগের মতো সক্রিয় হয়ে কাজ করে। অথবা বন্ধুদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলা যেতে পারে।

**১৩. যখন লেখাপড়া করার মনোযোগ আসে তখন পড়া :** দিনের সব সময়ে পড়ার ইচ্ছা কারোই থাকে না। একই সময়ে সবার পড়াশোনা করার মন থাকে না। জোর করে টেবিলে বসে থাকলে পড়ার প্রতি মনোযোগ থাকে না। বরং লেখাপড়ার প্রতি বিরক্তি জন্মায়। তাই যেই সময় পড়ায় মনোযোগ আসে সেই সময় পড়তে বসতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে নিশ্চর ও নীরব অবস্থায় পড়তে মন বসে। অধিকাংশের জন্য সকাল-সন্ধ্যা পড়ার জন্য আদর্শ সময়।

**১৪. পড়ার সময় মোবাইল ফোন দূরে রাখা :** মোবাইল ফোন পড়াশোনার ক্ষেত্রে বড় শত্রু। পড়ার সময় মোবাইল ফোন দূরে রাখতে হবে। মোবাইল ফোনে আসা বিভিন্ন নোটিফিকেশন পড়ায় বাধা সৃষ্টি করে, পড়ার প্রতি মনোযোগও বিছিন্ন করে। আমাদের দৈনন্দিন কাউকে কল করা, মেইল চেক করা ইত্যাদি এই কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়ে করলে অনেক সময় বেঁচে যাবে। সাথে সাথে কাজের প্রতি মনোযোগও বাড়বে।

**১৫. পর্যাপ্ত ঘুমানো :** শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত মস্তিষ্কও ক্লাস্ত হয়। তখন ব্রেনকে ঠাণ্ডা ও সতেজ রাখতে পর্যাপ্ত ঘুম প্রয়োজন। ডাক্তারের মতে দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাতের ঘুমই হলো সব থেকে উত্তম ও উপকারী। যা সারাদিনের সব চিন্তা ভাবনা থেকে ব্রেনকে ঠাণ্ডা রাখে। তাই লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে হলে রাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম খুবই প্রয়োজন। অনেকে পড়ার ফাঁকে একটু বিশ্রামের জন্য ফেসবুকে ঢোকে বা গেমস খেলে। এতে আসলে বিশ্রাম হয় না। বরং মস্তিষ্কে চাপ বৃদ্ধি করে।

**১৬. ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার :** পড়ুয়াদের যে যথেষ্ট ভিটামিন দরকার সে কথাকে না জানে? তবে শুধু জানা নয়, তা কাজে পরিণত করতে হবে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের চাই যথেষ্ট ভিটামিন, আমিষ, শর্করা ও পুষ্টি সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও পানীয়। সবুজ শাক-সবজি, ফল মূল, বিভিন্ন বাদাম বিশেষ করে আখরোট, সামুদ্রিক মাছ, দুধ, ডার্ক চকলেট ইত্যাদি মস্তিষ্ক সতেজ রাখতে ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পড়াশোনার মাঝে পাকা টমেটো বা টমেটোর জুসও খাওয়া যেতে পারে। মিষ্টি খেলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে। মিষ্টি জাতীয় খাবার ব্রেইনকে সতেজ এবং সুস্থ রাখে। আর অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করতে হবে। এতে শরীর সুস্থ ও মন ভালো থাকবে এবং পড়াশোনায় মন বসবে।

ফাস্টফুড জাতীয় খাবার যথা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। এতে ব্যবহার করা হয় নানা রকম রাসায়নিক উপাদান, যা অনেকের ক্ষেত্রেই অ্যালার্জির কারণ হয়ে থাকে এবং মনোযোগ এবং শরীরে বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই এসব থেকে কিছুটা সাবধান হওয়া উচিত।

**১৭. নিয়মিত খেলাধুলা বা ব্যায়াম করা :** লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলাও প্রয়োজন। গবেষকরা মনে করেন, শারীরিক পরিশ্রম অর্থাৎ খেলাধুলা বা ব্যায়াম মানুষকে যে কোন চাপ থেকে সহজে মুক্তি দিতে সাহায্য করে। ব্যায়াম বা খেলাধুলা করার ফলে শরীরে হরমোনের প্রকাশ ঘটে কিছুটা অন্যভাবে। আর স্বাভাবিকভাবে তার প্রভাব পড়ে মনোযোগেও। খেলাধুলা লেখাপড়ায় মনোযোগ বাড়াতে মুখ্য ভূমিকা রাখে। সে কারণেই প্রতি বছর প্রায় সব স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হয়ে থাকে।

**১৮. বেশি বেশি আল্লাহর নিকট দো'আ করা :** সকল কাজে মানুষের চেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহর অনুগ্রহ থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ না চাইলে লেখাপড়া সহ কোন কাজেই ভালো করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর নিকট দো'আ করতে হবে, যেন আল্লাহ আমাদের মনোযোগকে লেখাপড়ার প্রতি নিবদ্ধ করে দেন। এজন্য সকাল-সন্ধ্যায় এই দো'আটি পাঠ করতে হবে, **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَّبِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا**— অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রুহী প্রার্থনা করছি' (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৯৮)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপকারী জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করুন-আমীন!

## সোনামণি প্রশিক্ষণ

পাথালিয়া, মেলান্দহ, জামালপুর ১৪ই রামাযান ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৮-টায় যেলার মেলান্দহ থানাধীন মারকাযুস সুনাহ আস-সালাফী কমপেক্স মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও অত্র কমপেক্সের পরিচালক মুহাম্মাদ ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অন্যন্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল গণী ও 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক হাফেয হাফীযুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ইব্রাহীম ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আলম।

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর ১৫ই রামাযান ৭ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ যেলার চিরিরবন্দর উপয়েলাধীন খামার সাতনালা আহলেহাদীছ লাইব্রেরীর উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মসজিদের খতীব গাযীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় মেহমান পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

আনন্দনগর, নওগাঁ ১৭ই রামাযান ৯ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নওগাঁ যেলার উদ্যোগে মাছে রামাযান উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যন্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী আনন্দনগরের প্রধান শিক্ষক মীযানুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় মেহমান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।



**বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৯শে রামায়ান ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার :** অদ্য বাদ যোহর দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা সলগ্ন মসজিদে সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাহে রামায়ান উপলক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় মেহমান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

**গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ২১শে রামায়ান ১৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার :** অদ্য সকাল ১১টায় যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া ফছিউদ্দিন দারুল হুদা সালাফিইয়াহ হাফেযিয়া মাদ্রাসায় যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয ওবায়দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ বাপ্পি হাসান ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ।

**রামগঞ্জ, নীলফামারী ২২শে রামায়ান ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর উপযেলাধীন রামগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে মাহে রামায়ান উপলক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের সভাপতি মতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাসিম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রাসেল ইসলাম। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় মেহমান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

**মনিরামপুর, যশোর ২২শে রামায়ান ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মনিরামপুর উপযেলাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ তিতুমীর ও জাগরণী পরিবেশন করে আবিব হোসাইন।

## শিশুর বুদ্ধি বিকাশে কিছু খাবার

ডা. ইসরাত জাহান

পুষ্টিবিদ, বিআরবি হাসপাতাল, ঢাকা।

আমারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, বাল্যকালে কোন কোন শিশুর বুদ্ধি কিছুটা কম থাকে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের ঘাটতি। নিয়মিত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন কিছু খাবার শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে থাকে। শিশুর মস্তিষ্ক সক্রিয় ও সতেজ রাখে। ফলে শিশুর মেধা ও বুদ্ধি পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। যেহেতু শিশুদের পাকস্থলি ছোট থাকে তাই তাদের পেট অল্পতেই ভরে যায়। এজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে অল্প পরিমাণ খাদ্য দিয়ে বেশি পুষ্টি যোগানোর।

মানবদেহের কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ ও সঠিক পরিচালনা অনেকাংশেই নির্ভর করে মস্তিষ্কের উপরে। জীবনের শুরুতে শৈশবে মানব মস্তিষ্ক দ্রুত বিকশিত হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে কমতে থাকে বৃদ্ধির হার। একটা নির্দিষ্ট সময় পর শরীর আর বিকশিত হয় না। তারপর গঠিত শরীর ক্ষয় হতে হতে বার্ষিকের দিকে এগিয়ে যায়। তাই শিশুকালে মেধার উপযুক্ত বিকাশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আজ আমরা জানব, মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়াতে কোন খাবারগুলো ভূমিকা পালন করে।

**মায়ের দুধ :** শিশুকে অন্তত ছয় মাস বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত। কারণ মায়ের দুধ পান করলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা বাড়ে। ব্রাজিলের একদল গবেষক সাড়ে ৩ হাজার শিশুর ওপর দীর্ঘদিন নযর রাখার পর এ সিদ্ধান্তে আসেন।

**শাকসবজি :** কিছু কিছু শাকসবজি রয়েছে যেগুলো শিশুর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। পাতাকপি ও পালংশাকে রয়েছে উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন 'কে' এবং 'বিটা ক্যারোটিন'। যা শিশুর স্মৃতিশক্তি বাড়ায়।

**টমেটো :** অনেক পুষ্টিগুণে গুণান্বিত টমেটো স্মৃতিশক্তি সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। টমেটোতে রয়েছে লাইকোপেন, যা খুবই শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রতিদিন শিশুকে সালাদে নানাভাবে টমেটো খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

**ডিম :** ডিম খাওয়া নিয়ে প্রায় শিশুদের অনীহা থাকে। অনীহা থাকলেও শিশুকে প্রতিদিন অন্তত একটি ডিম খাওয়াতে চেষ্টা করুন। গবেষণায় দেখা

যায়, যারা প্রতিদিন অন্তত একটি ডিম খায় তাদের স্মৃতিশক্তি অন্যদের তুলনায় অন্তত ৭০ ভাগ বেশি ভালো থাকে। ডিমে রয়েছে প্রচুর আয়রন। যা লোহিত কণিকা তৈরি করে রক্তের উপাদানে সঠিক মাত্রা বজায় রাখে। এতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ হয়। যা চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বাড়ায়।

**সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেল :** মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সামুদ্রিক মাছ কার্যকরী ভূমিকা রাখে। মস্তিষ্কে থাকা ফ্যাটি এসিডের ৪০ ভাগ হচ্ছে ডিএইচএ, যা সামুদ্রিক ও মাছের তেলে পাওয়া যায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড হিসেবে। এ ধরনের যৌগিক উপাদান অন্য খাবারে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই শিশুর বয়স এবং দেহের গঠন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেল সপ্তাহে অন্তত ৩ দিন খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

**কলা :** কলা এমন একটি ফল, যাতে আছে প্রচুর পরিমাণে বলকারক কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা। সকালে নাস্তার কিছু সময় পর হালকা স্ন্যাক হিসেবে একটি কলা খেলে আপনার শিশুটি সকালজুড়েই তার শক্তি ধরে রাখতে পারবে। ফলে যে কোনো কাজে তার মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতাও বাড়বে। তাই টুকিটাকি স্ন্যাক হিসেবে সন্তানের ব্যাগে চিপস বা বিস্কিটের প্যাকেটের বদলে একটি কলা দিয়ে দিন।

**শুকনো ফল :** যেসব ফল শুকিয়ে রাখা যায় সেগুলোতে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। এগুলো হল ব্যাপক শক্তির উৎস। তাই শিশুদের শুকনো ফল খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। তাহলে শিশুর মেধা বিকাশে অনেক প্রসারতা লাভ করবে। মায়েদের উচিত চকলেট খেতে না দিয়ে শুকনো ফল দেয়ার অভ্যাস করানো। এতে শিশুর দাঁতও ভালো থাকবে।

**পনির :** ফ্যাট কম, ফাইবার বেশি এ ধরনের খাদ্য গ্রহণের গাইডলাইন বড়দের জন্য, ছোটদের জন্য নয়। শিশুদের বর্ধিষ্ণু দেহের জন্য দরকার তুলনামূলক বেশি ফ্যাট ও কম শর্করা। এতে তারা দেহে বেশি শক্তি পায় এবং বিভিন্ন কাজ অনেক ভালোভাবে করতে পারে।

**বাদাম :** শিশুকে প্রতিদিনই কয়েকটি করে বাদাম খেতে দিন। কারণ বাদামে রয়েছে ভিটামিন-ই যা মস্তিষ্কের সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা বাড়ায়। কাজুবাদাম, পেস্তা বাদাম, চীনাবাদামসহ যে কোনো ধরনের বাদামই শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতে সহায়ক।

**কালোজাম :** কালোজামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস যা ক্ষতির হাত থেকে হার্ট ও মস্তিষ্কে বাঁচায়। একই সঙ্গে হার্টে রক্ত সঞ্চালনও বাড়িয়ে দেয় এ ফলটি। তাই শিশুর প্রতিদিন ১-২টা করে কালোজাম খেতে দিতে চেষ্টা করবেন।

**লাল আপেল :** আপেলের খোসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। এছাড়া এতে রয়েছে এমন উপাদান যা মস্তিষ্কে ক্ষুরধার করার পাশাপাশি হৃদরোগের আশঙ্কা কমায়। আপেল অনেক শিশু খেতে ভালোবাসে, তাই শিশুকে আপেল খেতে দেবেন বেশি করে।

**কুমড়ার বীজ :** কুমড়া যেমন উপকারী তেমনই এর বীজে রয়েছে নানা খনিজ ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় ও মস্তিষ্কে ক্ষুরধার করে তোলে। সুতরাং কুমড়ার বীজ না ফেলে দিয়ে শিশুকে ভেজে দিতে চেষ্টা করবেন।

**মধু :** স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপকারিতায় কোনো খাবার সম্ভবত মধুকে টেক্কা দিতে পারবে না। সব রোগের নিরাময় করতে মধু প্রয়োজন হয়। এতে রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, পটাশিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি। হার্ট ও মস্তিষ্কের জন্যও মধু একই রকম প্রয়োজনীয়।

এগুলো ছাড়াও সকল প্রাকৃতিক খাবারে শিশুকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। কারণ প্রত্যেক খাবারের রয়েছে আলাদা আলাদা উপকারিতা। ভেজাল মুক্ত সকল খাবারই শরীর গঠনে কম-বেশি ভূমিকা পালন করে।

আলী (রাঃ) তাঁর পুত্র হাসান (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়েছেন,

عَلَيْكَ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ كَيْهَمًا \* وَبِرِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَبِرِّ الْأَبَاعِدِ

وَلَا تَصْحَبَنَّ إِلَّا تَقِيًّا مُهَدَّبًا \* عَفِيفًا زَكِيًّا مُنْجِرًا لِلْمَوَاعِدِ

وَ كُنْ وَاثِقًا بِاللَّهِ فِي كُلِّ حَادِثٍ \* يَصْنُكَ مَدَى الْأَيَّامِ مِنْ عَيْنِ حَاسِدٍ

তোমার কর্তব্য পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ \* আর যারা নিকট ও দূর আত্মীয়-স্বজন।

সাথী কর না কভু আল্লাহভীরু, ভদ্র ছাড়া \* বন্ধু কর সচ্চরিত্র, পরিশুদ্ধ, ওয়াদা রাখে যারা।

আল্লাহকে তুমি ভরসা কর সকল সংকটে \* ক্ষতি করতে পারবে না তোমার কোন হিংসুটে।

## ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মেছবাহ

পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা।

প্রিয় সোনামণিরা! তোমরা জানো, প্রতিটি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ থাকে। যেমন, পুরুষের বিপরীতে নারী, জ্ঞানীর বিপরীতে মূর্খ, সুন্দরের বিপরীতে কুৎসিত। কিন্তু সব সময় প্রয়োজনীয় বিপরীত শব্দ জানা থাকে না। আবার অনেক সময় জানা শব্দটিও চট করে মাথায় আসে না। সেক্ষেত্রে শব্দের গুরুত্রে অতিরিক্ত না বোধক শব্দ যোগ করে বিপরীত শব্দ তৈরী করা যায়। এজন্য বাংলায় 'অ', আরবীতে غير এবং ইংরেজীতে Non যুক্ত করতে হয়। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারব।

বাংলায় :

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
সুন্দর	অসুন্দর	ময়লা জামা দেখতে অসুন্দর লাগে।
ন্যায়	অন্যায়	অন্যায় কাজে কাউকে সহযোগিতা কর না।
শেষ	অশেষ	ছিয়াম পালনে অশেষ প্রতিদান রয়েছে।

আরবী :

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
جَمِيلٌ	عَبْرٌ جَمِيلٌ (অসুন্দর)	بَابُ الْمَدْرَسَةِ عَبْرٌ جَمِيلٌ
مَاهِرٌ	عَبْرٌ مَاهِرٌ (অদক্ষ)	زَيْدٌ عَبْرٌ مَاهِرٌ فِي الْكِتَابَةِ
مُمْكِنٌ	عَبْرٌ مُمكِنٌ (অসম্ভব)	هَذَا الْعَمَلُ عَبْرٌ مُمكِنٌ

ইংরেজী :

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
Pure	Non pure (অশোধিত)	Non pure food is dangerous to health.
Stop	Non stop (অবিরাম)	The water of river flows non stop
Available	Non available (অপর্যাপ্ত)	The book is non available in the library.

## সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩

## নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ ১১ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

\* আকীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

□ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা, তাকাছুর, আছর, মা'উন, ইখলাছ ও আলাক্ব ১-৮ আয়াত।

২. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)।

৩. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ ১৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

\* আকীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

□ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ছফ সম্পূর্ণ (বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)।

২. জাগরণী : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

◆ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

- প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
- ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- প্রতিযোগীদের অবশ্যই জ্ঞানকোষ-১ (৪র্থ সংস্করণ) ও জ্ঞানকোষ-২ (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।
- সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
- শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
৯. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১০. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা সহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১১. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

#### ◆ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা : ৮ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
২. উপযেলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৩. যেলা : ২২শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১২ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫৭১৫১৪৩; ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪।



## চুল-নখ সম্পর্কিত আদব



কুইজ

১. নিয়মিত চুল পরিষ্কার করা ও তেল ব্যবহার করা (সপ্তাহে অন্তত ২ বার)

২. মাথার ডান দিক থেকে চুল আঁচড়ানো শুরু করা ও মাঝখান দিয়ে সিঁথি করা।

৩. মেয়েদের চুল বড় রাখা ও ছেলেদের চুল ছোট রাখা।

৪. ছেলেরা কমপক্ষে চল্লিশ দিনের মধ্যে চুল কাটা।

৫. চুলে বিধর্মীদের ন্যায় অশ্লীল ছাট পরিহার করে ভদ্র ও মার্জিত করে কাটা।

৬. প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে নখ কাটা।

৭. নখের ভিতর ময়লা প্রবেশ করলে পরিষ্কার করা।

৮. একটি বা দুটি নখ বড় না করে সকল নখ সমানভাবে কাটা।

৯. মেয়েরা নখে মেহেদী দেওয়া ও ছেলেরা বিরত থাকা।

১. ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট কোন প্রশ্ন করা হলে তিনি কী বলতেন?

উ:.....

২. কোন তিন ব্যক্তির দো'আ নিশ্চিতভাবে কবুল হয়?

উ:.....

৩. আল্লাহ কার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন?

উ:.....

৪. আল্লাহর যিম্মায় থাকা তিন ব্যক্তি বেঁচে থাকলে কী হয়?

উ:.....

৫. হার্ভার্ডের গবেষণা অনুযায়ী মানুষের মন কত ভাগ সময় মূল কাজ ছেড়ে অন্য বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকে?

উ:.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

□ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ :  
আগামী ১০ই জুন ২০২৩।

**গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর**

- (১) অন্যের উপর অধিক নির্ভরশীলতা  
(২) দুই থেকে আড়াই লিটার (৩)  
আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে  
আশ্রয় চাইবে (৪) ইবনে সীনা রচিত  
(৫) সুবহানাওয়্যাহি ওয়াল আমদুলিল্লাহ

**গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম**

**১ম স্থান :** ওমর সাদ্দিন, ৩য় শ্রেণী  
বুড়িচং সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা,  
কুমিল্লা।

**২য় স্থান :** মুহাম্মাদ মুরসালীন, ৭ম  
শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী  
আস-সালাফী, নওদাপাড়া,  
রাজশাহী।

**৩য় স্থান :** মুহাম্মাদ গোলাপ  
আহমাদ, মজুব বিভাগ, আল-  
মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,  
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা**

সম্পাদক

সোনামণি প্রতিভা

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম:.....

প্রতিষ্ঠান:.....

শ্রেণী:.....

ঠিকানা:.....

মোবাইল:.....

## সোনামণির ১০টি গুণাবলী

○ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াজে  
ছালাত আদায় করা।

○ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট  
কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক  
অধ্যয়ন ও দ্বিনিয়াত শিক্ষা করা।

○ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-  
অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও  
মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের  
সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

○ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং  
আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর  
ব্যবহার করা।

○ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন  
করা ও আমানত রক্ষা করা।

○ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিলা-হ' বলে শুরু  
করা ও 'আলহামদুলিলা-হ' বলে শেষ করা।

○ মিসওয়াক সহ ওয়ূ করে ঘুমানো ও ঘুম  
থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওয়ূ করা  
এবং প্রতাহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও  
হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

○ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে  
নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

○ বৃথা তর্ক, বগড়া-মারামারি এবং রেডিও-  
টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে  
চলা।

○ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ  
দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

ক্বাশী  
ট্রাভেলস  
২০২৩

তারিখ : ১৫ই জুলাই, শনিবার, সকাল ৯-টা

নওদাপাড়া, রাজশাহী

প্রধান অতিথি :

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সভাপতি : মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ



বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১২২২২০

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত  
সকল রোগের ঔষধ' (বুখারী হা/৫৬৮৭)।

২০০ মি.লি

মূল্য : ৬০০ টাকা



কালোজিরার  
তেল

অর্ডার করুন

০১৭৪০-৯৯৯৩২৮

প্রস্তুতকারক : লাবীব বিন হাফেয আব্দুল কাহুহার  
গাছবাড়ী উত্তর পাড়া, পোঃ রঘুনাথপুর, কালিয়াকৈর, গাঘীপুর



ক্বাশী হারুণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং  
০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতু-হুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাশী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাশী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সন্মতসন্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীহ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহর সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহর যাবতীয় কার্যাবলী সঠিকভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তালীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহর প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)।
- সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাশী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্টুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০।  
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাশী হারুণর রশীদ, তুহিন বক্সলয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।



৫৯তম সংখ্যা



মে-জুন ২০২৩



মূল্য : ১৫/-

# সোনামণি

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩

তারিখ : ১২ই অক্টোবর  
(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)

সিলেবাস



সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)

# সোনামণি

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩

এ অংশগ্রহণ করতে চাইলে আজই  
সিলেবাসটি সংগ্রহ করুন

মোবাইল

০১৭১৫-৭১৫১৪৩

০১৭২৬-৩২৫০২৯

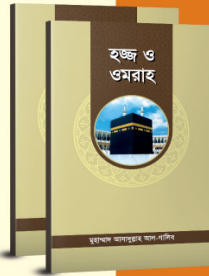
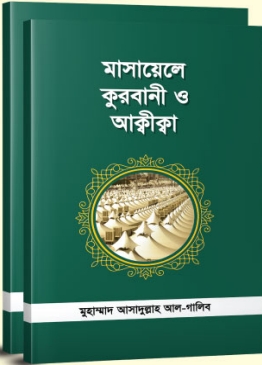
সিলেবাস ডাউনলোড লিংক-

[www.ahlehadeethbd.org/syllabus](http://www.ahlehadeethbd.org/syllabus)

মূল্য

১৫ টাকা

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী



পবিত্র  
যুলহিজ্জাহ  
মাসে বই দু'টি  
নিজে পড়ুন  
ও অন্যদের  
মাঝে বিতরণ  
করুন!

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মহলাপাড়া (যাম চকুর), রাজশাহী। যোগাযোগ : ০১৭৩৫-৪২৩৪১০ | [www.hadeethfoundationbd.com](http://www.hadeethfoundationbd.com)